হে মাধবী

নব বন্দ্যোপাধ্যায়

মাধবী বিষয়ে জানবার কথা এই যে, বাইশ বসন্ত ওর শরীরে এবং মনেও?

শরীরের কোথায় কী এ ব্যাপারটা সকলেরই জানা। যেখানে যেটি যেমনভাবে দরকার তেমনভাবেই আছে। সুতরাং তেমন কিছু না বললেও চলে। বাকি থাকে যে চিজ সেটি-ই আসল। সেটি হল মন।

আমাদের আলোচনার বিষয় হল মাধবীর মন। যা এই মহূর্তে স্থির এবং ধ্রুব। এই স্বর্গীয় বিকেলে, হে পাঠকপাঠিকা, আমরা সেই ধ্রুবের উৎস সন্ধানে।

গঙ্গার ওপর নতুন তৈরি সুদৃশ্য ব্রিজটির পাশে সরকারি বদান্যতায় তৈরি অরাও সুন্দর একটি পার্ক। পার্কের মধ্যে বসার জায়গা। দু'জনের। তিন জনের এবং বহু জনের। মাথার ওপর সিমেন্টের ছাতা। এ ছাড়াও রয়েছে দোলনা। ছোটদের চড়ার জন্য লোহার রকেট ও রংবাহারি এরোপ্লেন। পাশাপাশি রয়েছে একটি স্বয়ংচালিত পালকি। পালকির মধ্যে ছেলেমেয়েদের বর -বউ খেলা এবং বৈদ্যুতিক আন্দোলনের সাথে সাথে হু-হুম-না, হু-হুম-না।

মাধবীর চোখ পালকির দিকে। সুদূরের পিয়াসি তার মন। তার সঙ্গী সত্য এখনও সঠিক অর্থে 'কাজ' বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু করে না। অথচ মাধবী সত্যবিহীন বেঁচে থাকতে চায় না। ফলে, আপাতত পালকি অধরাই থেকে যাবে মনে হয়।

– কী হল, কিছু বলছ না যে!

মাধবীর প্রশ্নের মুখে সত্যকে একটু দিশাহারা দেখাল। সত্যি সত্যিই আজ একটু তাড়ার মধ্যে আছে ও। কেননা সন্ধ্যেবেলায় তার একটি টিউশন আছে। ক্লাশ টেন। সপ্তাহে দু'দিন। পাঁচশো। অত্যান্ত মূল্যবান এই পাঁচশো। তাই তাড়াতাড়ি।

–দেখছ তো, চেষ্টার ত্রুটি রাখছি না। নিজের সমর্থনে বলতে চাইল সত্য। মাধবী নির্বিকার। সত্যের চেষ্টার ওপর নির্ভরশীল হলে চলে না ওর।

–তুমি পরেশদার কাছে গিয়েছিলে?

–না। তুমি তো জানো পরেশদা আমাকে লাইক করে না।

–কিন্তু স্কুলটা পরেশদারই। তাকে লাইক করাতেই হবে তোমার। স্পষ্ট উক্তি মাধবীর। সত্য হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল।

পরেশ মজুমদার এক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। স্কুলটি এখনও অনুমোদনের অপেক্ষায়। তবু বাবা-মায়ের প্রবল ইংরেজি প্রীতির ফলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ফুলেফেঁপে ক্লাশ টেন পর্যন্ত। যেহেতু এখনও দিল্লি বোর্ডের অনুমতিসাপেক্ষ স্কুল চলছে তাই এখনই এই স্কুল ঢুকে পড়বার উপযুক্ত সময় ও সুযোগ। মাধবী এই কথাটাই বলে আসছে সত্যকে।

–পরেশদা বলেছে কিছু ডোনেট করতে। আমি কোথায় থেকে পাব বলো? হতাশ গলায় সত্য বলল, মনে হচ্ছে এই স্কুলের চাকরিটাও হল না আমার।

–বাড়িতে বলেছ?

–বলে হবেটা কী? বাবার কারখানা বন্ধ নয় নয় করে সাত বছর। দাদা এখনও এটা ধরছে, ওটা ছাড়ছে। এর মধ্যে ডোনেশনের কথা বলা যায়!

–আহা– বলে দেখেছ একবারও!

–বলে শুধু সুধু মুখ নষ্ট! রাস্তা পাওয়া যাবে? সত্যর কথাগুলো সন্ধের বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেল।

এবার সহানুভূতির সুরে মাধবী জানাল, তা হলে আমি একবার দেখি পরেশদাকে বলে?

সত্য যেন অন্ধকারে আলোর রেখা দেখতে পেল, তুমি বলবে–রিয়ালি!

অন্ধকার আস্তে আস্তে নেমে আসছে গঙ্গার বুকে। এপারে ওপারে টুপটাপ করে জ্বলে উঠছে আলো।

মাধবীর হাতে ধরা সত্যর হাত। যাওয়ার আগে দু'জনে আরও একবার কাছাকাছি হল।

–তুমি জানো না তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি! মাধবীর গলায় দৃঢ় প্রত্যাশার প্রতিশ্রুতি। সত্যকেও স্পর্শ করে যায় সেই প্রতিশ্রুতি। কেন জানে না একেবারে প্রথম দিকের উদ্দাম ভালোবাসার দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায় ওর। বেঁচে থাকুক সেই দিনগুলো নতুন রূপ নিয়ে।

মাধবী কিন্তু কথা রেখেছিল। ইংরেজি স্কুলের চাকরিটা হয়েছিল সত্যরই। কিন্তু মাধবী তার হয়নি। হাজার হোক পরেশ মজুমদার অনেক বড় মাপের লোক। অন্তত সত্যর চেয়ে।

ইদানীং পরেশ মজুমদারের গাড়িতে মাঝে মাঝে স্বামীর সঙ্গে স্কুল ভিজিটে আসে মাধবী। সব শিক্ষক-শিক্ষিকার পারফরম্যান্স অ্যানালিসিস করে। তালিকার সবেচেয়ে তলার নামটি থাকে সত্যর।

সেই সব রাতে ঘুমের মধ্যে পরেশ মজুমদারের গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে তুমুল আনন্দ পেতে থাকে সত্য।